মূল ৫ কলঙ্কিনী নদী

কলঙ্কিনী নদী

ভেবেছিলাম কিছু খোশ গলপো লিখবো। কিন্তু কম্পিউটারটা অন করে মেইল বক্সটা চেক করতে গিয়েই মনটা খারাপ হয়ে গেলো। একটা ব্যাক্তিগত মেইল। একটা ফোরামের ফরোয়ার্ড করা মেইল। যার শিরোনামটা সংগত কারন, এবং আমার ব্যাক্তিগত নীতীগত কারনে প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। তবে, লেখাটি পড়লে, সেই মেইলটি যারা পড়েছেন, তারা সাথে সাথে টের পেয়ে যাবেন। আর যারা পরেননি, তারাও বুঝবেন এই কারনে যে, সমসাময়িককালে দৈনিক পত্রিকাতেও বোধ হয় সংবাদটি ছাপা হয়েছে।

প্রথমে ব্যাক্তিগত মেইলটির কথা বলি। মাসুম ফেরদাউস নামের এক ভদ্রলোকের লেখা মেইল। তার মেইলটি রোমান অক্ষরে লেখা। বাংলা অক্ষরে লিখলে নিম্নরূপ হবে।

আপনি আগে আমার মেইলের উত্তর দিতেন। ইদনীং, এড়িয়ে যান বলে মনে হয়। আপনি সবসময়, বলে থাকেন সমস্যা নিয়ে লিখেন। একটি নিউজ ফরোয়ার্ড করলাম। আপনার মতামাত জানালে খুশী হবো।

আসলে কাউকে এড়িয়ে যাবার মতো মানুষ আমি নই। সময় এবং প্রয়োজনীয়তাকে প্রাধান্য দিয়েই লোকজনের সাথে যোগাযোগ করে থাকি। এতে করে কারো সাথে যোগাযোগ না রাখার ব্যাপরটি হয়তো নিজের অজান্তেই ঘটে যেতে পারে। কারন, আমি অন্য সবার মতোই রক্ত মাংসে গড়া একটি মানুষ।

ভদ্রলোকের ফরোয়ার্ড মেইলটি পড়েই মনে হলো, খুবই সমসাময়িক কালের একটি ঘটনা। একটি ছেলে তার পরীক্ষা দেবার জন্যে ঘর থেকে বেড়িয়েছিল। অথচ, মৃত্যুর মতো এক কঠিন পরীক্ষাতে তাকে অংশ নিতে হয়েছিলো।

সংবাদটি আমি যখন প্রথম ফোরামের একটি কমন মেইলে পড়েছিলাম, তখন একটি রাজনৈতিক দলের ছাত্রের অপমৃত্যু ভেবে এড়িয়ে গিয়েছিলাম। আর আমি বিড় বিড় করে বলেছিলাম, উই পোকার পাখা উঠে মরিবার তরে।

আমার এই মন্তব্যটি পড়ে, তেলে বেগুনে জ্বলে উঠার কথা অনেকেরই। শুধু তাই নয়, আমাকে সামনে পেলে, সরাসরি আমার জীবনের হুমকি হবার কথা। অথবা, আমার আস্তানা যদি জানা থাকতো তাহলে জ্বলে পুড়ে নিঃশ্বেষ হয়ে যাবার কথা। এটাই বাস্তব। কেননা, আমার নিজ আপনজনের যদি এমন হতো, তাহলে, এমন একটি মন্তব্য শুনলে মেজাজটা খারাপ করে, মনে মনে অন্তত ভাবতাম। কেননা, আপনজন হারানোর বেদনা, যে হারিয়েছে, সেই শুধু বুঝে। তাই কিছুক্ষণ কাঁদলাম।

আর মাসুম ফেরদাউসকে জানালাম, আমাদের দেশে রাজনৈতিক সমস্যা একটি বড় সমস্যা। বড় বড় সমস্যা নিয়ে আমি লিখিনা। আমি লিখি ছোট খাট সমস্যা নিয়ে।

ব্যাপারটি তাকে জানাতেই, সে খুব ক্ষুব্দ্ধ হয়ে লিখলো, *সমস্যা তো সমস্যাই। সমস্যার আবার ছোট বড় আছে নাকি? আসলে আপনি একটা ফাজিল!*

তার মেইলটি পড়ে আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমি তাকে উত্তর দিলাম, আমাকে কয়েকটা দিন সময় দিন।

প্রায় তিন দিন পার হয়ে গেলো। আমি তাকে কোন উত্তর দিতে পারিনি। কেনোনা, নীতীগত কারনে রাজনৈতিক কোন ব্যাপার নিয়ে আমি ভাবিনা। তাই অনেকটা স্বার্থপর, আর কিছুটা বেহায়ার মতো, নিজের একটা লেখার সমালোচনা করে একটা কিছু বলা যায় কি না ভাবছি।

স্বার্থপর বললাম এই কারনে যে, নিজের একটি লেখাকে উপস্থাপন করছি। আর বেহায়া বললাম, এই কারনে যে, নিজেই আবার নিজের লেখার সমালোচনা করছি। আমার এই স্বভাবের জন্যে, অনেকে বলে থাকেন, আমি নাকি প্যাচাল পারি। আসলে, সাহিত্য বলেন, বিজ্ঞান বলেন, রাজনীতী বলেন, ধর্ম বলেন আর জীবনই বলেন না কেনো, সবই কিন্তু এক ধরনের প্যাচাল। সেই প্যাচালের মাঝে, কেউ ভালো দিক বেছে নেয়, আর কেউ খারাপ দিকটা।

এবার আসি মূল কথায়।

আমার একটি উপন্যাস *সোমা*। ইদানীংকার একটি লেখা, যেটি সমসাময়িক কালে নেট ম্যাগাজিন নব্যবাংলা (http://www.nobbouybangla.com) এবং ভিন্নমত (http://www.vinnomot.com/) এ প্রচারিত হচ্ছে। যারা আমার এই লেখাটি পড়েননি, তারা যদি একটু সময় করে পড়ে নেন তাহলে, মূল ব্যাপারটা বুঝতে আরো সহজতর হবে। তবে, যাদের হাতে লম্বা একটা উপন্যাস পড়ার এতটা লম্বা সময় নেই, তাদের জন্যে সোমা উপন্যাসের সারমর্মটা নীচে দিচ্ছি।

সোমা এক মাতৃহীন বালিকা এবং এক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী, যে পিতার অবহেলা আর পরিপার্শ্বিকতার চাপে এক অনাচারী ছাত্রী হয়ে, সাধারন ছাত্রীদের উপর অযথা অত্যাচার করে। সমসাময়িক কালে অরেকজন সাহসী ছাত্রী কাঁকন, পিতার চাকুরী বদলের কারনে একই স্কুলে ভর্তি হয়। সোমার অত্যাচারের ব্যাপারটি তার কানে যেতেই, সোমাকে সে কিছু শাস্তি দেবার ব্যাবস্থা করে। সোমা যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে, তার সবচেয়ে ঘৃণিত পথ, আত্মহত্যার পথটি বেছে নিতে বাধ্য হয়। আর তাকে রক্ষার জন্যে এগিয়ে আসে তারই অত্যাচারে অতিষ্ঠ অপর এক ছাত্রী লিপি। সোমা তার ভুল বুঝতে পেরে, কাঁকনের মন জয় করে একটা একতার পথ গড়ে তুলে। আর তাতে করেই সক্ষম হয়েছিলো, ফাতেমা জাহান নামের এক অপরাধী শিক্ষিকাকে একটা উচিৎ শিক্ষা দিতে।

গল্পোটাকে এবার অন্যভাবে সাজালে কেমন হয়? মনে করেন,

সোমা যে বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ে সেটি একটি দেশ। আর সোমা সেই দেশের নেত্রী। কাঁকন হলো সেই দেশের বিরোধী দলীয় নেত্রী। ফাতেমা জাহান হলো একটি অপরাধী চক্র। এখন সমস্যা হলো, কাকঁন আর সোমা নিজেদের মর্যাদর লড়াইয়ে ব্যাস্ত রইল। তখন ব্যাপারটা কি হবে? কাকঁন অথবা সোমার লাশ পরতো। আর অপরাধী ফাতেমা জাহান তার নিজের মতোই অপরাধ চালিয়ে যেতো আজীবন। আর দেশটা বাংলাদেশই থেকে যেতো।

আমি এখানে কি বুঝাতে চেয়েছি, তা যারা একটু মাথা রাখেন, তার নিশচয় বুঝে ফেলেছেন। জী! সহনশীলতা। আমার সোনার বাংলার সোনার মানুষদের কারো সহনশীলতা নেই। আর সহনশীলতা থাকলে, একটির পর একটি সোনার টুকরো লাশ হয়ে স্বর্গে চলে যেতোনা। বরং সোনার বাংলার এক একটি সৈনিক হয়ে পশিচমা দেশগুলোকে আঙুলের তুড়ি দেখাতো।

তাই বলছি, সোমা চরিত্রটির মতোই এক একটি ছাত্র ছাত্রী গড়ে উঠলে, কোন সমস্যা থাকবে বলে আমার অন্তত মনে হয়না। আসুন না আবারো আরেকটু সহনশীল হয়ে, একে অপরের মতামতকে মূল্যায়ন করে, নুতন করে আরেকটি সোনার বাংলা গড়ে তুলি। তাহলে, আর আমার সোনার বাংলার সোনার টুকরোদের কখনো জীবন দিতে হবেনা। হতে পারে সেই সোনার টুকরোটি আওয়ামী লীগে (ছাত্র লীগ) র কেউ, হতে পারে বি এন পি (ছাত্র দল) র কেউ, হতে পারে জামাতে ইসলামী (ছাত্র শিবির) র কেউ, আর অথবা হতে পারে সি পি বি (ছাত্র ইউনিয়ন) র কেউ। সবাই তো একই মটির সন্তান। সবারই তো একটাই লক্ষ্য। দেশ গড়া!